খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ঘরে বাগান ও পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ করতে পরিবারের সম্পর্কগুলোকে শক্তিশালী করা

এফআইএসডি [FISD]ফাউন্ডেশন ফর ইনো-ভেটিভ সোশাল ডেভলাপমেন্ট (শ্রীলংকা)

শ্রীলংকার পটভূমি

- প্যানডেমিকের আগে, এফআইএসডি যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসা রোধ করতে, জেন্ডার স্টেরিয়োটাইপকে চ্যালেঞ্জ করতে এবং হিংসার রিপোর্টকৃত কেসগুলোর ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে পদ্ধতি স্থাপন করতে সাহায্য করতে কাজ করছিল। লকডাউন এসব কর্মকান্ডকে বন্ধ করে দিয়েছিল।
- লকডাউনের সময় নারী ও শিশুদের উপর হিংসা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথম ঢেউয়ের সময় শিশুদের উপর নৃশংসতা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১১]
- সবাই ঘরে থাকার ফলে নারীরা ঘরের কাজের বৃদ্ধির ফলে অত্যাধিক চাপে ছিল। সামাজিক মনোভাব হচ্ছে ঘরের সব কাজের দায়িত্ব নারীদের।
- নারী ও শিশুরা পারিবারিক হিংসা বা নির্যাতনের সংঘটকদের সাথে একই ঘরে ছিল। যৌন, আবেগীয় ও শারীরিক হিংসার বহু ঘটনা ঘটেছিল। শারীরিক শাস্তি ছিল একটি গ্রহণযোগ্য বিষয়।
- প্যানডেমিকের সময় জোরপূর্বক বিয়ে ও কম বয়সে বিয়ে একটি প্রচলন হয়ে গিয়েছিল, বহু মেয়েরা ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল কারণ তারা অল্প বয়সে বিয়ে করতে নিরাপদ বোধ করেনি।
- খাদ্য নিরাপত্তা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল এবং অ্যালকোহলের অপব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। চাকরি হারানোর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী আরো দরিদ্র হয়ে গিয়েছিল।

চর্চা: বাড়িতে বাগানের প্রোগ্রাম

প্যানডেমিকের সময় খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছিল।অসহায় গ্রুপ যাদের জীবিকা লকডাউনের কারণে উধাও হয়ে গিয়েছিল এবং যাদের সীমিত অনিয়মিত আয় ছিল তারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।সরকার খুব দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এবং চাষাবাদের উপর সৌভাগ্য ন্যাশনাল প্রোগ্রাম শুরু করেছিল এক মিলিয়ন বাড়িতে বাগানকে সহযোগিতা করতে। শাকসবজির বীজের প্যাকেট ও কারিগরি উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল।

১১ https://www.unicef.org/srilanka/press-releases/unicef-and-ncpa-gravely-concerned-increase-proportion-child-cruelty-cases-reported

এফআইএসডি-কে কমিউনিটি প্লাটফর্ম থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তাদের কমিউনিটিতে বাড়িতে বাগানের প্রজেক্ট স্থাপন করতে যাদের সাথে তারা ইতোমধ্যে কাজ করছিল। কোভিড-১৯ এর পূর্বে, এফআইএসডি ইতোমধ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসার মূল কারণগুলোকে সমাধান করতে, পরিবারগুলোতে জেন্ডার স্টেরিয়োটাইপ ও লিঙ্গ প্রথাগুলোকে প্রশ্ন করতে এবং নারীদের সেগুলো চ্যালেঞ্জ করতে আত্মবিশ্বাসী হতে কাজ করছিল। এফআইএসডি নারী, পুরুষ ও শিশুদেরও তাদের নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নতি করতে যে উপকরণ ও জ্ঞান প্রয়োজন সেগুলোর ব্যাপারে সাহায্য করছিল। এফআইএসডি এটিকে তাদের 'হ্যাপী ফ্যামিলি প্রোগ্রামে' বাড়িতে বাগান অন্তর্ভুক্ত করার একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখেছে। এই প্রোগ্রমাটিতে তারা লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসা নিয়ে কাজ করে।

বাড়িতে বাগান কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে এফআইএসডি কর্মী ও যে কমিউনিটিগুলোকে তারা পরিষেবা প্রদান করে তাদের মাঝে শারীরিক দূরত্ব কমিয়ে আনতে সহযোগিতা করেছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি গঠনমূল ও শক্তিশালী সমবায় প্রতিষ্ঠার প্রণোদনা প্রদান করেছিল।

চর্যাগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল

এফআইএসডি বীজ বিতরণ করেছিল এবং রোপণের ব্যাপারে কারিগরি জ্ঞান প্রদান করেছিল এবং ওমেন'স কালেকটিভের সাথে একটি আলোচনার আয়োজন করেছিল যে কীভাবে পরিবারের সকল সদস্যরা বাড়িতে বাগানের সাথে জড়িত হওয়া উচিত।

স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শিশুরা বাসায় ছিল এবং বাড়িতে বাগানের সাথে জড়িত হয়েছিল। এটি আশা করা হয়েছিল যে একসাথে একটি কাজে অংশগ্রহণ করলে তারা ইতিবাচকভাবে একটি কাজে জড়িত থাকবে এবং তাদের মনে হবে যে তারা ঘরের খাদ্য নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী। তাদের শক্তিকে ঘরের একটি যৌথ প্রচেষ্টায় ধাবিত করা তাদের আত্ম-সম্মান বিশেষভাবে বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তার উপর, যকন শিশুরা দেখেছে যে তাদের মা-বাবা কঠোর পরিশ্রম করছে তাদের লিঙ্গ যাই হোক না কেন, তখন তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই কাজটি গুরুত্বপূর্ণ।

এফআইএসডি পরিবারের সকল সদস্যদের উৎসাহিত করেছিল দিনের বেলায় এমন একটি সময় বের করতে যখন সবাই একসাথে বাড়ির বাগানে কাজ করতে পারে। এটি গুরুত্বপূর্ণছিল: এটি সকলকে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারীতে পরিণত করে, যারা একটি দল হিসেবে কাজ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি পরিবারে আগে থেকে বিদ্যমান জেন্ডার স্টেরিয়োটাইপকে দূর করতে কৌশল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে সবাই একটি সম্মিলিত লক্ষ্যে কাজ করেছে। বাগানে সকলে একত্রে কাজ করার জন্য একটি সময় তৈরি করতে, পরিবাগুলো বুঝতে পেরেছিল যে সকলে - স্বামী, পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীদের ঘরের অন্য সকল কাজও একসাথে করার প্রয়োজন ছিল, যেমন রান্না করা, পরিষ্কার করা ও কাপড় ধোয়া।

বাড়ির বাগানের প্রোগ্রমাটি এখনো চলমান রয়েছে এবং এফআইএসডি কমিউনিটিগুলোকে উৎসাহিত করবে তা চালিয়ে যেতে কারণ পরিবারের সম্পর্কগুলোকে শক্তিশালী করতে এটি কার্যকর।

কোভিড -১৯ এর আলোকে চর্যাটি কীভাবে পরিচালনা করা হয়েছিল

সরকারের কোভিড-১৯ নির্দেশনা মেনে চলতে, বেশিরভাগ পরিষেবাগুলো ডিজিটালি হোয়াটসঅ্যাপ কলিং ও ফোন কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে করা হয়েছিল শুরুর দিকে কঠোর লকডাউনের সময় যখন সামনাসামনি পরিষেবা প্রদান করা অসম্ভব ছিল।

বাড়িতে বাগান প্রোগ্রামকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি, এফআইএসডি পরিবারগুলো ও কমিউনিটিগুলোকে প্যানডেমিকের সময় স্বাস্থ্য নির্দেশনাগুলোর বিষয়ে সহযোগিতা করার ব্যাপারেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এগুলো তথ্য প্রদান করেছিল কীভাবে ঘরে ও কাজে সরকারের কোভিড-১৯ নিরাপত্তা বিধি মেনে চলতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বার্তাসহ পোস্টার, বার্তা ও ব্যানার কমিউনিটিতে বিতরণ করা হয়েছিল এবং দেখা গিয়েছিলযে কমিউনিটির সদস্যরা সকল কোভিড-১৯ বিধি মেনে চলছিলেন।

প্রভাব

- প্রায় ১,৫০০ পরিবার বাড়িতে বাগান করা শুরু করেছে। যার বেশিরভাগ পরিবার পারিবারিক হিংসা ও শিশুদের বিরুদ্ধে হিংসা হ্রাসে প্রভাবিত হয়েছে। প্যানডেমিকের সময় প্রজেক্টটিতে যেসকল পরিবার অংশগ্রহণ করেছিল সেগুলোতে শিশুদের বিরুদ্ধে হিংসার কোনো রিপোর্ট ছিল না এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছিল।
- যখন পরিবারের সবাই ঘরের কাজে অংশগ্রহণ করে, তখন নারী ও মেয়েদের ওপর কাজের ভার কমে যায় এবং এগুলো করতে তাদের সময় কম লাগে, এবং তাদের মনে হয় যে তারা সহযোগিতা পাচ্ছে। এটি মা-বাবাদের তাদের সন্তানদের সাথে আরো সময় কাটানোর সুযোগ দেয় এবং তাদের সম্পর্কগুলো শক্তিশালী করে। শক্তিশালী সম্পর্ক হিংসা নিরুৎসাহিত করে এবং তার বদলে ভালোবাসা ও পরিষেবাকে উৎসাহিত করে। যা প্যানডেমিকের সময় পরিবারের সকল সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো করতে সাহায্য করে।
- এফআইএসডি বাবা, মা ও শিশুদের তাদের বাড়ির বাগানে একসাথে কাজ করার ছবি পেয়েছে এবং, যখন বিধিনিষেধ সহজ করা হয়েছে তখন তারা মাঠ পরিদর্শন সম্পন্ন করেছে।
- এফআইএসডি তথ্য সংগ্রহ করা চালু রেখেছে প্রোগ্রামটির অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য এবং কর্মকান্ডগুলো প্রয়োজনমতো পরিমার্জিত করার জন্য।

চর্চাটি কেন কার্যকর ছিল

- এফআইএসডি এর কমিউনিটি কাজের জন্য পারিবারিক বন্ধন তৈরি করা ও মজবুত করা সবসময়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট ছিল। সেই উদ্দেশ্যে বাড়িতে বাগান ছিল একটি কৌশলগত উদ্যেগ যখন পরিবারের সদস্যরা লকডাউনের সময় ঘরে একসাথে ছিল।
- বাড়ির বাগান নিশ্চিত করেছে যে মানুষজন ব্যক্তিগত ও পরিবারের পর্যায়ে মানুষজন খাদ্য নিরাপদ থাকবে।
- বাড়িতে বাগান মানসিক চাপ কমাতে উপকারী হয়েছে যেটি বাড়ির বাইরে পারিবারিক সময় কাটানোকে সহযোগিতা করেছে।
- লিঙ্গভিত্তিক হিংসার ক্ষেত্রে এটি একটি সার্বিক প্রতিক্রিয়া প্রদান করেছে যেহেতু শিশুরা দেখেছে যে তাদের মা-বাবা একসাতে বাড়ির কাজ করছেন, যা তাদের জেন্ডার স্টেরিয়োটাইপ পার করতে এবং প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধকতা ভঙ্গ করতে সাহায্য করেছে।
- এটি পুরো পরিবারের জন্য একটি গঠন তৈরি করেছে, একটি নতুন রুটিন তৈরি করেছে যা ছিল মজাদার এবং একসাথে করার মতো একটি অসাধারণ কাজ। শিশুরা কেবলমাত্র অংশগ্রহণই করেনি বরং তারা তাদের মা-বাবার সাথে সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছে। সাধারণ বিষয় যেমন কোথায় বীজগুলো বপন করা হবে, তারা ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন শিশুদের দায়িত্ব কী হবে, এগুলো তাদেরকে ভালোবাসা ও সমাদৃত অনুভব করিয়েছে।
- আগে থেকে বিদ্যমান ওমেন'স কালেকটিভ এবং মেন এনগেজ অ্যালিয়ান্স এফআইএসডি-কে একটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করেছে মা-বাবাদের সাথে লিঙ্গ বৈষম্যের ব্যাপারে এবং কীভাবে পারিবারিক হিংসা হ্রাস করতে হবে সে ব্যাপারে কথা বলার। নারীদের উৎসাহিত করা হয়েছে ঘরের কাজে পুরুষ ও শিশুদের জড়িত করতে। এফআইএসডি স্থানীয় ভাষায় ব্যবহারকারী বান্ধব লিফলেট প্রস্তুত করেছে।
- পুরুষ ও ছেলেদের ঘরের কাজ করানো সহজ ছিল না। কোভিড-১৯ এর আগে এফআইএসডি পুরুষদের গ্রুপ ও যুব গ্রুপের সাথে কাজ করছিল এবং কীভাবে জেন্ডার স্টেরিয়োটাইপ ভুলে যাওয়া যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করছিল।
- কোভিড-১৯ অর্থনৈতিক দুর্দশার সৃষ্টি করেছে এবং সুতরাং বাড়িতে বাগান একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পরিণত হয়েছিল।